প্রথম আলো

তারিখ ... ২০০৬ ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ...

সম্পাদকীয়

মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি

এ সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আত্মঘাতী

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিসকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমা
ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, শিগগির আলিয়া মাদ্রাসাশিক্ষা
ফাজিলকে স্নাতক ও কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান দেওয়ার ঘোষ
দেওয়া হবে। এর পেছনে যে রাজনৈতিক বিবেচনা ছাড়া আর কিছুই কাজ করে
সেটা স্পষ্ট। নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু ফায়দা পাওয়ার আশায় হয়তে
প্রধানমন্ত্রী এ ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজটি করা হয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে
কোনো বিচার-বিবেচনা ছাড়া। এর ফলে দেশের এমনিতেই বিশৃঙ্খল শিক্ষাব্যব
আরও বিপর্যস্ত হবে, শিক্ষার মান বলে কিছু আর ধরে রাখা যাবে বলে মনে হ
না।

কোন ডিগ্রি কোন ডিগ্রির সমমানের বলে বিবেচিত হবে বা কোন কোর্স কো
কোর্সের সমমর্যাদা পাবে, তা একাডেমিকভাবে মীমাংসার একটি বিষয়। এ
কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা ঘোষণার বিষয় নয়। রাজনৈতিক বিবেচনা
ভোটের আশায় সরকার এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা এক কথায় অনৈতিক

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বা সমপর্যায়ে
প্রতিষ্ঠান স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মান ও শিক্ষাক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষা পরিচাল
ও ডিগ্রি দেয়। প্রধানমন্ত্রী গত সোমবার যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন, তা
ফলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই পদ্ধতিটি আর বাংলাদেশে বজায় থাকবে না
সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড যেমন এসএসসি ও এইচএসসি পরী
পরিচালনা ও সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে, মাদ্রাসাশিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বো
সমপর্যায়ের দাখিল (এসএসসি), আলিম (এইচএসসি), ফাজিল ও কামিল-এস
পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিগ্রি দিয়ে থাকে।

এ অবস্থায় এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক যে সাধারণ বোর্ডগুলোর সমপর্যায়ের মাদ্রা
বোর্ড কোন যোগ্যতায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেবে? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ
ডিগ্রির আদৌ কোনো মূল্য থাকবে কি? মাদ্রাসা বোর্ডের দেওয়া ডিগ্রি কীভা
বিশ্ববিদ্যালয় বা সমপর্যায়ের একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া ডিগ্রির সমতুল্য হ
পারে?

শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, এমন দুটি পর্যায়ের ডিগ্রি
সমমান দেওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই এক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সূচ
ঘটবে। নিম্নমুখী শিক্ষার মান এতে আরও নিচে নামবে। দেশের শিক্ষাবিদস
সচেতন মহল শুরু থেকেই সরকারের এ ধরনের উদ্যোগের বিরোধিতা ক
আসছেন। আমরা মনে করি সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা
জন্য আত্মঘাতী। এর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে
সরকার হচ্ছে এ দেশে সবচেয়ে বড় নিয়োগদাতা। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে না
অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে প্রশাসনে নিয়োগপ্রাপ্তদের যোগ্যতা ও মান নিয়ে বিভি
সময় প্রশ্ন উঠেছে। এখন দাওরায়ে হাদিসকে স্নাতকোত্তরের সমমর্যাদা ও ফাজি
ও কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সমমর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া
প্রশাসনে অযোগ্যদের প্রবেশের পথ আরও খুলে যাবে।

আমরা আশা করব, কোনো বিচার-বিবেচনা ছাড়া নেওয়া এ ধরনে
আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে সরকার সরে আসবে। শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন মহলের স
আলাপ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মান ও শিক্ষাক্রম নির্ধারণসহ বাস্তবসম্